The Daily Naya Diganta
ঢাকা, রোববার, ১২ ডিসেম্বর ২০০৪
২৮ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ২৮ শাওয়াল ১৪২৫
রেজিঃ নং ডিএ ৪০০৫
বর্ষ ১, সংখ্যা ১৯৯, পৃষ্ঠা ২০
www.nayadiganta.com

নয়া দিগন্ত

মূল্য ৫ টাকা

বাংলাদেশের গ্যাস : সম্ভাবনার অবারিত দিগন্ত

ড. এম এ রহমান

গ্যাস বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনাময় একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। দেশে ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ চাহিদা প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে থাকে। ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে গ্যাস পাওয়ার শুভলগ্ন শুরু এবং বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৩টি ব্লকের মাধ্যমে গ্যাস অনুসন্ধানী কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং ইতিমধ্যে ২০০৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেশে ২২টি গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কার হয়েছে। এসব গ্যাস ফিল্ডে ২৮.৭৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে। এর মধ্যে উত্তোলনযোগ্য মজুদ ২০.৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। জুন ২০০৩ পর্যন্ত উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ৫.০৯ ট্রিলিয়ন। বর্তমানে উত্তোলনযোগ্য উদ্বৃত্ত ১৫.৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের উত্তোলন শুরু ১৯৫৭ সালে। আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হচ্ছে গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কার হওয়ার পর গ্যাস উত্তোলনই বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। কেননা, আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তি আশাব্যঞ্জক নয়। বর্তমানে ১২টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৫৪টি কূপে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এ কূপগুলোর মধ্যে তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা, সাঙ্গু উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের বিদ্যুৎ, সার উৎপাদন, বসতবাড়ি এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প কারখানায় ব্যবহার হয়। দেশের গ্যাস সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কতিপয় বিদেশি সংস্থা বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ কারণে গ্যাস উত্তোলনে আগ্রহী বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে দেশের জন্য অনুকূল শর্তে প্রোডাকশন শেয়ারিং কনট্রাক্ট (পিএসসি) সম্পাদিত হয়েছে। এ পর্যন্ত এরূপ সম্পাদিত চুক্তির সংখ্যা ১২টি।

গ্যাস পাওয়ার তথ্য বিভিন্ন জরিপের ফলাফলে বিভিন্নতা দেখা গেছে। পেট্রোবাংলার হিসেব মতে, আবিষ্কৃত গ্যাসের মোট মজুত মাত্র ২৩.০৯৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। তবে এ হিসেবও সঠিক ধরা যায় না। কেননা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জরিপ কমিটি ভিন্নমত পোষণ করেছে এবং ভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেছে। মার্কিন কোম্পানিসহ এদেশে নিয়োজিত বিদেশি কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন জরিপে বলা হয়, বিপুল গ্যাস সম্পদের ওপর ভাসছে বাংলাদেশ।

বিদেশি কোম্পানিরগুলোর দেয়া তথ্যসমূহকে অনেকে অতিরঞ্জিত মনে করলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তববর্জিত নয়। সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝেই দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গভীর নলকূপ, গভীর পুকুর, জলাশয়, নদী-নালা ইত্যাদির মাধ্যমে বুদবুদ আকারে গ্যাস বেরিয়ে আসছে। দেশের নদী-নালা, জলা, পুকুর-ডোবা, বিল, টিউবওয়েল বিভিন্ন উৎস থেকে গ্যাসের বুদ বুদ অহর্নিশ দেখা যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলাদেশ গ্যাস ও তেলের ওপর ভাসছে।

গ্যাসের ব্যবহার

বর্তমানে দেশে উত্তোলিত গ্যাস বিভিন্নভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এলপিজি ও সিএনজি যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ইদানীং ব্যবহার হচ্ছে। গ্যাসের এরূপ ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত। কারণ, গ্যাসের এরূপ ব্যবহার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে যা জনবহুল ঢাকা শহরের জন্যই নয়, সারা দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্যাসের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লী ও শহরে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবধানে তারতম্য কমানো সম্ভব। কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডে বছরে ৭,০০০ মেট্রিকটন এলপিজি উৎপাদিত হচ্ছে। যানবাহনে ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ক্রমেই কমছে। এ উদ্দেশ্যে ঢাকা ফুয়েল প্রজেক্টের আওতায় ২৬টি ফিলিং স্টেশন ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে। দেশের অন্যান্য শহরে এরূপ ফিলিং স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

পেট্রোবাংলার হিসাব অনুযায়ী উত্তোলিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪৮.৩৯ শতাংশ, সার কারখানায় ২৮.৪২ শতাংশ, শিল্প কারখানায় ১২.৩০ শতাংশ, গৃহস্থালি কাজে ৯.২৮ শতাংশ, বাণিজ্যিক কাজে ১.১৫ শতাংশ, চা শিল্পে ০.২৪ শতাংশ, ইট ভাটায় ০.১২ শতাংশ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। মূল্যবান গ্যাস সম্পদের সুষম ব্যবহার দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঠিক ব্যবহার হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয় না। মূলত গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের সময়োচিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

আমাদের দেশে যে গ্যাস সঙ্কট বিদ্যমান তা বস্তুত কৃত্রিম, প্রাকৃতিকভাবে আমরা যে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাস সম্পদের অধিকারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের গ্যাস সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন একান্ত প্রয়োজন। কেননা প্রতিনিয়ত অবৈধ ভোক্তা, সিস্টেম লস, অপরিকল্পিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা গ্যাস অপব্যবহারের একটি প্রধান মাধ্যম। অনেক ভোক্তাই একটি ম্যাচ না কিনে ২৪ ঘণ্টা গ্যাস জ্বালিয়ে রাখে। এমনকি অনেকে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে পোশাকও শুকিয়ে থাকে। আবার মূল সড়কের পাশাপাশি অবস্থিত বিভিন্ন বাসস্থান, বিপণি কেন্দ্র ইত্যাদিতে অবৈধভাবে সংযোগের মাধ্যমে গ্যাসের অপব্যবহার করা হয়, যা প্রতিরোধ করা দরকার। এক্ষেত্রে গ্যাস অপব্যবহার রোধে সরকারের পদক্ষেপও দৃশ্যত উল্লেখযোগ্য নয়।

আমাদের দেশে গ্যাস ব্যবহারের খাতগুলোকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত স্থানীয় চাহিদা, দ্বিতীয়ত গ্যাসভিত্তিক শিল্প কারখানা এবং তৃতীয়ত গ্যাস উত্তোলনকারী কোম্পানিসমূহকে অর্থ যোগান। তৃতীয় ক্ষেত্রে গ্যাস রফতানির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনার দাবি রাখে। গ্যাস সম্পর্কিত প্রধান সমস্যা হলো গ্যাসের সঠিক পরিমাণ নির্ণয়, উত্তোলন ও উপরিউক্ত তিন খাতে ব্যয়ের অনুপাত নির্ধারণ। প্রথমত স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের জন্য বা স্থানীয় চাহিদা পূরণের জন্য যে গ্যাস প্রয়োজন তা আমরা অবশ্যই ব্যয় করব। দ্বিতীয়ত গ্যাসভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে একদিকে যেমন কঠিন, অন্যদিকে অলাভজনকও বটে। বাংলাদেশে গ্যাসভিত্তিক শিল্পের মধ্যে সার উৎপাদন অন্যতম। তবে সার রফতানির উদ্দেশ্যে গ্যাসভিত্তিক শিল্প স্থাপন করলে তা লাভজনক হওয়ার কথা নয়। বিদেশিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোম্পানিতে সার উৎপাদন করে গ্যাসের দাম কোনোরকমে পেলেও সারের মূল্য আমরা পাই না। কাজেই সারের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাতে যতটুকু সার উৎপাদন দরকার ততটুকু সার উৎপাদন করার জন্য আমরা গ্যাস ব্যবহার করবো। উপরন্তু দেশি-বিদেশি কোম্পানির মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলন করে রফতানির মাধ্যমে আমরা বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। বাংলাদেশের গ্যাস ও খনিজ তৈল উত্তোলনে অর্থ যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে উত্তোলিত গ্যাসের কিছু অংশ রফতানি করতে পারি। তবে কি পরিমাণ গ্যাস রফতানি করব, আর কি পরিমাণ গ্যাস আমাদের স্থানীয় চাহিদা মেটাতে ও শিল্প কারখানায় ব্যবহার হবে, তা নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ক্ষেত্রে জরুরি গবেষণা প্রয়োজন। গ্যাস রফতানির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, বিদ্যুৎ উৎপন্ন, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসায় বাণিজ্য, চাকরির সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সব কিছুরই গতি বাড়ানো সম্ভব। সেই সঙ্গে মাথাপিছু আয়ও বেড়ে যাবে বলেই ধারণা করা যায়। কাজেই গ্যাসকূপ খনন, উত্তোলন এবং রফতানি এ দেশের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

তবে গ্যাস রফতানি থেকে পাওয়া অর্থ কোথায় জমা, কোথায় এবং কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে, তা জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। যাতে জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক ধারণার সৃষ্টি হয় এবং তারা এ বিষয়ে সরকারের ওপর আস্থা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে লিখিত বিষয়গুলো খুবই জরুরি।

গ্যাস রফতানি বাংলাদেশ ব্যাংকে রিজার্ভ ফান্ড নামে আলাদা হিসাব খুলতে হবে। গ্যাস রফতানি থেকে আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস রফতানির আয় যে কাজে ব্যবহার হবে সেগুলো হলো :

ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পায়ন।

খ. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন-এ লক্ষ্যে শিক্ষক ও ডাক্তারদের বেতনসহ সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো।

গ. টেক্সটাইল খাতের উন্নয়ন, দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ রফতানি আয় আসে টেক্সটাইল সেক্টর থেকে।

তাই কমপক্ষে ২০০ ওভেন টেক্সটাইল, ১০০ নিট ইন্ডাস্ট্রিজ, ৫০টি এক্সেসরিজ ইন্ডাস্ট্রিজ এবং তৈরি পোশাক খাতে টেলিযোগাযোগ ও শিপিং খাতের উন্নতি সাধন করতে হবে। প্রয়োজনে টেক্সটাইল, গার্মেন্টস ও এক্সেসরিজ খাতকে ঋণ দিতে হবে। এটি কার্যকর হবে এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ এবং বাংলাদেশ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে। উপরোক্ত ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব বহন করবে যথাক্রমে এফবিসিসিআই ও বিকেএমইএ।

কোথায় কিভাবে রফতানি করবো

বাংলাদেশের পাশের দেশ মায়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশই গ্যাস সম্পদে সমৃদ্ধশালী। সুতরাং এই দেশগুলোতে রফতানি লাভজনক হবে না। কেননা স্বল্পমূল্যে তারা নিজেদের দেশেই গ্যাস পেতে পারে। পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল ও ভুটানের বাজারও খুবই সীমিত। শুধু নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে একমাত্র আমদানিকারক দেশ হলো ভারত আর তাদের বাজারও বৃহৎ পরিসরে ব্যাপ্ত। ভারতে অভ্যন্তরীণ গ্যাস সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বেশি। তাই ভারতে গ্যাস একটি মূল্যবান জ্বালানি।

ভারত অবশ্যই আমাদের গ্যাস আমদানি করতে আগ্রহ প্রকাশ করবে। কেননা ভারতে চাহিদার তুলনায় গ্যাসের সরবরাহ খুবই কম এবং গ্যাসের মূল্যও বাংলাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে কোনো দেশ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ ইত্যাদির তুলনায় বেশি। তাছাড়া ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে মূল্যে গ্যাস আমদানি করে তুলনামূলকভাবে তার চেয়ে কম দামে বাংলাদেশ থেকে আমদানি করতে পারবে। আবার বাংলাদেশও গ্যাসভিত্তিক শিল্প স্থাপন করে যে পরিমাণ উপকৃত হবে তার চেয়ে ভারতে গ্যাস রফতানির মাধ্যমে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দ্রুত শিল্পায়ন ও সমৃদ্ধ চাকরির বাজার সৃষ্টি করতে পারবে।'

ভারতে গ্যাস রফতানির বিনিময়ে কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা চুক্তিবদ্ধ হতে পারি। বাংলাদেশ একসময় সম্পূর্ণই কৃষি নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে আগের মতো অতটা কৃষি নির্ভরশীল নয়। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষিতে নির্ভরশীল লোকের সংখ্যাও আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। সমগ্র জিডিপি-তে কৃষির অবদানও কমে যাচ্ছে। জিডিপি-তে বাংলাদেশের ছোট-বড় মাঝারি শিল্পের অবদান এবং সেবাখাতের অবদান বেড়ে যাচ্ছে। এটা প্রায় সুনিশ্চিত করেই বলা যায়, পাশের দেশের তুলনায় আমাদের বেকারের হার কমে যাওয়ায় ইন্দো-পাক উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশে শহরায়ন দ্রুতগতিতে ঘটছে। শহরমুখী মানুষের আবাসনের সুবিধা নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদার পরিমাণ দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

> গ্যাস রফতানি থেকে পাওয়া অর্থ কোথায় জমা, কোথায় এবং কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে, তা জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। যাতে জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক ধারণার সৃষ্টি হয় এবং তারা এ বিষয়ে সরকারের ওপর আস্থা রাখতে পারে।

এমনিতেই চাহিদার তুলনায় আমাদের বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে। তদুপরি বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে। জিডিপি'র হার বাড়লে বিদ্যুতের চাহিদার হার আরো বাড়বে। বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে আমাদেরকে অধিক হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়াতে হবে। বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানোর কাজে আমরা গ্যাস ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু গ্যাস আন্তর্জাতিকভাবে খুবই মূল্যবান সম্পদ। গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে অনেকটা দুধ বিক্রি করে দই কেনার মতো অবস্থা হয়ে যায়। আবার শুধু গ্যাস ব্যবহার করে এই বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ একদিকে যেমন ব্যয়বহুল অন্যদিকে তা সম্ভবও নয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বা সরবরাহ বাড়াতে অবশ্যই বিকল্প একটি উপায় বের করতে হবে।

কম ব্যয়ে পানি-বিদ্যুৎ উৎপাদন খুবই কার্যকর একটি বিকল্প উপায়। কিন্তু বাংলাদেশে এমন কোনো খরস্রোতা বড় নদী নেই যার মাধ্যমে আমরা পানি-বিদ্যুৎ তৈরি করে বিদ্যুতের বিপুল চাহিদা মেটাতে পারি। নিকটতম প্রতিবেশী ভারতে ও নেপালে অনেক বড় বড় এবং খরস্রোতা নদী রয়েছে।

আমরা ভারতের সঙ্গে এমন কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি, যাতে আমরা ভারতের খরস্রোতা নদী ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা আমাদের দেশে সরবরাহে সক্ষম হই, বিনিময়ে আমরা ভারতে গ্যাস রফতানি করব। তবে ভারতীয় বা নেপালি নদী ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ গ্রহণ না করে শুধু আলাদাভাবে গ্যাস রফতানিও বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হতে পারে। আবার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক আমাদেরকে সাহায্য করে তাহলে আমরা গ্যাস রফতানি না করে ভারতীয় ও নেপালি নদী থেকে পানি-বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আমাদের কাজে লাগাতে পারি। যেমন সাম্প্রতিক এক চুক্তির মাধ্যমে ভারত নেপালি নদী ব্যবহার করে ৪২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নিজেরা ব্যবহার করছে। বিদেশি সাহায্য পেলে অনুরূপভাবে আমরাও বিদ্যুৎ উৎপাদনে সমৃদ্ধ হতে পারি ■